তথ্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২১ হতে ২০২৪-২৫

ও

বাজেট ২০২০-২১

উপজেলা পরিষদ

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদের

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৫

এবং বাজেট ২০২০-২১

সার্বিক সহযোগিতায়

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদ

Disclaimer

এই প্রকাশনাটি উপজেলা পরিষদের নিজস্ব অর্থায়নে উপজেলা পরিষদ কর্তক প্রকাশিত।
এই প্রকাশনার সকল তথ্য ও মতামত একান্তই কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদের।

উপদেষ্টাঃ

আ হ ম মুস্তফা কামাল (লোটাস কামাল), এফসিএ, এমপি

মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সার্বিক সহযোগীতায়ঃ

গোলাম সারওয়ার

চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

আব্দুল হাই বাবলু

ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

নাসিমা আক্তার পুতুল

মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

সম্পাদনায়ঃ

শুভাশিস ঘোষ

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

সম্পাদনা সহযোগীঃ

মোঃ শাহ জালাল

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

তানজুমা পারভীন লুনা

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

নাজমুল হাসান

উপ-সহকারী প্রকৌশলী(জনস্বাস্থ্য), কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

গ্রন্থস্বত্বঃ

উপজেলা পরিষদ, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

প্রকাশকালঃ

জানুয়ারী-২০২১

মুদ্রনেঃ

বানী

জনআকাংখা ও জনগনের অংশগ্রহণভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন করা গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট। কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা সদর দক্ষিণা উপজেলা কর্তৃক সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক (২০২০-২১ হতে ২০২৪-২৫) পরিকল্পনা প্রনয়ণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দেশরত্ন শেখ হাসিনার সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (৩০ জুন' ২০১০ তারিখে সংশোধিত) কার্যকর করেছে। এ আইনের আওতায় উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিধিমালা-২০১০ উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান গনের দায়িত্ব, কর্তব্য, আর্থিক সুবিধা, বাজেট প্রনয়ণ ও অনুমোদন, চুক্তি সম্পাদন, সম্পত্তি হস্তান্তর, রক্ষনাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিধিমালা প্রনয়ণ করা হয়েছে। এসব বিধিমালা প্রনয়নের ফলে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত হবে এবং রূপকল্প ২০২১ বাস্ৃবায়নে সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার ২য় পঞ্চবার্ষিক(২০২০-২০২৫) পরিকল্পনা প্রনয়ণে উপজেলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন বিভাগের যে উদ্দ্যোগ লক্ষ্য করেছি তাতে আমি আশাবাদী যে, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা একটি কার্যকর ও শক্তিশালী উপজেলায় পরিণত হবে। আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,শেখ হাসিনা সূচিত দিন বদলের সনদ বাস্ৃবায়নে উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান সহ সকল
কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সততা, স্ব'ছতা ও আন্ৃরিকতার সাথে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের উদাত্ত আহবান জানাই। স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র বিমোচণ, স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও তৃনমূল পর্যায়ে অংশীদারিত্ব মুলক গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ২য় পঞ্চবার্ষিক (২০২০-২০২৫) পরিকল্পনাটি সহায়ক ভুমিকা রাখবে। এ ধরনের উদ্দ্যোগ গ্রহনের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সংশিষ্ট কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও সকল কর্মকর্তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

আ হ ম মুস্তফা কামাল (লোটাস কামাল),
এফসিএ, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়

বানী

কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ে একটি পঞ্চবার্ষিক (২০২০- ২০২৫) পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। পরিকল্পনা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত । জন আকাখা ও জনগণের অংশগ্রহণ ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমাদের সকলেরই জানা আছে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতিত কোন উন্নয়ন কাজই সার্থকতার মুখ দেখে না। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। তাই কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদের এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসার দাবিদার। দেশের আপামর জনগনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা জরুরী। আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সূচিত দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সততা, স্বছতা ও আন্তরিকতার সাথে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের উদাত্ত আহবান জানাই। স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মানসম্মত শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচন, স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও তৃণমূল পর্যায়ে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় পঞ্চবার্ষিক (২০২৫-২০২৫) পরিকল্পনাটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে। পরিশেষে আমি কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

মোঃ তাজুল ইসলাম
মাননীয় মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার বিভাগ

বানী

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি গুরূত্বপূর্ণ স্তর। মাঠ পর্যায়ে জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত উপজেলা পরিষদের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। মূলত: এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে উপজেলা পরিষদ (রহিত পূণ:প্রচলন ও সংশোধন) আইন,১৯৯৮ (২০০৯ ও ২০১১ সালে সংশোধিত) এর ৪২ ধারায় পাঁচসালা পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের বিধান রাখা হয়েছে। উক্ত আইনের আলোকে স্থানীয় জনগণের মতামত ও চাহিদা বিবেচনায় রেখে জন অংশগ্রহণের ভিত্তিতে জাতীয় পরিকল্পনার নিরিখে স্থানীয় তথা উপজেলা ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা করা হলে তা বাস্তবসম্মত ও অধিকতর জনকল্যাণকর হয়। এর ফলে কাজের ক্ষেত্রে যেমন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় তেমনি স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে জাতীয় সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে উপজেলা পরিষদ অবদান রাখতে পারে।

সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হলো রূপকল্প ২০২১ বাস্ৃবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করা। এ লক্ষ্য বাস্ৃবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদকে সুসমন্বিতভাবে স্থানীয় ও সরকারি সম্পদ এবং দক্ষতাকে কাজে লাগাতে হবে।

উপজেলা পরিষদ তার অর্জিত ও প্রাপ্য সম্পদের যোগানের সাথে ব্যায়ের সমন্বয় করে কুমিল্লা সদও দক্ষিণ উপজেলা পরিষদ পাঁচ বছর মেয়াদী (২০২০-২০২৫) তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রকাশের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, আমি তার সফল বাস্ৃবায়ন কামনা করি। পরিশেষে এ মহতী উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সংশিষ্ট সকলকে জানাই আন্ৃরিক ধন্যবাদ।

এ বি এম আজাদ
বিভাগীয় কমিশনার
মোবাইল : ০১৭১৩১২০৭৯৫
ইমেইল :
divcomchittagong@mopa.gov.bd

বানী

জনঅংশগ্রহণের ভিত্তিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং সমন্বিত মনিটরিং ব্যবস্থা গভর্ন্যান্স এর অন্যতম ভবশিষ্ট্য। মূলতঃ তৃণমূল পর্যায় থেকে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হলো উন্নয়নের সঠিক পদ্ধতি। এর ফলে স্থানীয় উন্নয়ন তরান্বিত করার পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতাও বহুলাংশে নিশ্চিত করা যায়। আর এ লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপজেলা তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের আলোকে প্রণীত বইটি স্থানীয় জনগণের মধ্যে যেমন আশারআলো সঞ্চার করবে তেমনি উপজেলা পরিষদের প্রতি জনগণের আস্থা সুদৃঢ় হবে এবং জাতীয় সরকারের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে উপজেলা পরিষদ কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে ।

পরিশেষে কুমিল্লা সদও দক্ষিণ উপজেলা পরিষদ ৫ বছর মেয়াদী (২০২০-২০২৫) উপজেলা তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের যে মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার সফল বাস্‌বায়ন কামনা করি এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সকল জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সংশিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

দীপক চক্রবর্ত্তী
পরিচালক, স্থানীয় সরকার(অতিরিক্ত সচিব) ,চট্টগ্রাম বিভাগ
মোবাইল : ০১৮১৭৭৬৩১৩০
ইমেইল :
dlgdivcomchattogram@mopa.gov.bd

বানী

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দেশের শাসন ও উন্নয়ন কাঠামোর একটি অপরিহার্য অংশ এবং সংবিধান অনুযায়ী শাসন বিভাগ এর অন্তর্গত একটি গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। জাতীয় পর্যায়ে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে এ ব্যবস্থার ভূমিকা অপরিসীম। তাই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ সরকারের অঙ্গীকার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গ্রাম বাংলার জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর অংশ হিসেবে সরকার জনগণের আশা আকাংখার সাথে মিল রেখে সেবা প্রদানের জন্য ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ পুনরায় কার্যকর করেছে। উপজেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পদ ও সরকারিভাবে প্রাপ্ত বিভিন্ন অনুদানসমূহকে একত্রিত করে একটি সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহার করে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

স্থানীয় সরকার কাঠামোর মধ্যে উপজেলা পরিষদ অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এটিই প্রত্যাশিত। সে লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে সে জন্য আমি খুবই আনন্দিত। এটি ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) প্রণয়নের সাথে সংশিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোঃ আবুল ফজল মীর
জেলা প্রশাসক
মোবাইল : ০১৭৩৩৩৫৪৯০০(অ)
ফোন (অফিস) : ০৮১৬০৩০১
ইমেইল : dccomilla@mopa.gov.bd

বানী

কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদ তার সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের ওপর ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহন করেছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। সরকার গ্রামবাংলার জনগণের জীবন মানের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দারিদ্র দূরীকরণ সরকারের অগ্রাধিকার কর্মসূচীভূক্ত। গ্রামীণ আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাস করণের জন্য বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সঠিক ও সময় উপযোগী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক। উন্নয়নের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্রের বিকাশ অপরিহার্য। জনগণ যদি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের অগ্রাধিকার চিহ্নিত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজেরা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ ও তাদের ন্যায্য প্রাপ্য সম্পদ পেতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবেই তারা তাদের নিজ দায়িত্ব ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। জনগণের অধিকার ও চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল একটি শক্তিশালী বিকেন্দ্রীকভুত প্রশাসনিক ইউনিটই কেবল স্থানীয় এলাকার চাহিদা অনুসারে উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। আশাকরি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটিতে স্থানীয় জনগণের আশা আকাখা ও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন ঘটেছে এবং এটি বাস্তবায়নে সবাই এগিয়ে আসবেন।

মোহাম্মদ শওকত ওসমান
উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, কুমিল্লা
মোবাইল : ০১৭৩৩৩৫৪৯০১(অ)
ইমেইল : ddlgcomilla১@gmail.com

বানী

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন-সার্বভৌম আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। এ দেশের কাংক্ষিত উন্নয়নের জন্য স্বাধীনতার সুফল ঘরে ঘরে পৌছানোর লক্ষ্যে প্রয়োজন গ্রাম পর্যায়ে পরিকল্পনা। উপজেলা পরিষদ যে তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে তা প্রশংসনীয় ও গ্রামীণ জনপদ ও জনগনের জন্য কল্যাণকর। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি কুমিল্লা সদও দক্ষিণ উপজেলা এ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্ৃবায়নে এতদ্বঞ্চলের গনগণের ভাগ্য পরিবর্তন ও স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জিত হবে।

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকারের একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠানটি মাটি ও মানুষের কাছাকাছি থেকে তাদের সুখ দুঃখের সাথী হয়ে এলাকা ও জনগণের জন্য নানা ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। কিন্তু সঠিক ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে অনেক উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যুমেরাং হয়ে জনগণের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে। উপজেলা তথ্য, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট বই এ ক্ষেত্রে নতুন দিকনির্দেশনা দিবে।

আমরা এ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলাকে আমরা দেশের অন্যতম সেরা উপজেলায় রুপান্তর করার আশা রাখি।

যাদের কর্ম, প্রচেষ্টা ও শ্রমে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা তথ্য, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বাজেট বই দিনের আলো দেখলো তাদেরকে জানাই অভিনন্দন ও রক্তিম শুভে'ছা।

উপজেলার জনগন, সরকারী বে-সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে নিয়ে একটি আদর্শ উপজেলা গড়ে তুলবো এই আমার প্রত্যাশা।

গোলাম সারওয়ার
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা
মোবাইল : ০১৭১১৫২১৯২১
ইমেইল :
mdgolamsarwar879@gmail.com

সম্পাদকের বক্তব্য

উপজেলা পরিষদ বাংলাদেশের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় মধ্যম এবং অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ স্তর। উপজেলার সামগ্রিক উন্নয়ন এবং জনগনের স্থানীয় চাহিদা মেটাতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিভাগ সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা খুবই গুরূত্বপূর্ণ। সমন্বয় সাধনের জন্য প্রয়োজন উপজেলায় সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও অনুমোদন) বিধিমালা,২০১০ এর বিধি ১৩ অনুযায়ী উপজেলার পাঁচশালা ও বার্ষিক পরিকল্পনার নিরিখে বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ বা খাতসমূহ নির্ধারণ করতে হবে এবং পরিকল্পনা বই এ অন্তর্ভুক্ত নাই এমন নতুন প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ রাখা যাবেনা।

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অতীব জরূরী গুরূত্বপূর্ন বিষয়। সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এতদসংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রনয়নের বিকল্প নেই। শিক্ষা. স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো বিভিন্ন ক্ষেত্রে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার অবস্থান অনেক পিছনে। উন্নয়নের অনেক সূচকেই এই উপজেলা জাতীয় মান অর্জন করতে পারেনি। আগামী পাঁচ বছরে এ সকল ক্ষেত্রে কাঙ্খিত মান অর্জনের মাধ্যমে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলাকে সুখী, সমৃদ্ধশালী দারিদ্রমুক্ত, শিক্ষিত, আনুষ্ঠানিক উপজেলা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনঅংশগ্রহণ বর্তমান সময়ের একটি আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশের সংবিধানে তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্থানীয় সরকারকে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং একই সাথে জনগণের অংশ গ্রহণে গুরূত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। উন্নয়ন কর্মসুচীতে সংশিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বা মতামত প্রদানের বিষয়টি অবশ্যই খুবই ইতিবাচক ও যুগোপযোগী। এর মাধ্যমে স্থানীয় উপকারভোগীরা কার্যক্রমটিকে একান্তই নিজের মনে করতে পারে এবং সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বা কাজটি বাস্তবায়নের জন্য স্বে'ছায় অবদান রাখে।

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলায় ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জন অংশগ্রহণ তথা জনগণের মতামতের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ প্রধান্য দেয়া হয়েছে।

এ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিগত বছর সমূহে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তির ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতে সম্ভাব্য প্রাপ্তির বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে এসডিজি'র লক্ষ্য সমূহ অর্জনের বিষয়টি বিশেষ গুরূত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পৃথিবীর দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য খুলে দিয়েছে অপার সম্ভাবনার দুয়ার। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কৃষি বিপ্লব, শিল্প বিপবের পর বর্তমান পৃথিবী নতুনতর এক বিপ্লবের মুখোমুখি হতে চলেছে যার নাম তথ্য বিপব। বর্তমান শতাব্দির গ্লোবালাইজেশনের ফলে একটি দেশের উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্যতম নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে। পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে এ বিষয়টি সবিশেষ গুরূত্ব পেয়েছে।

এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার উন্নয়নে এবং নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে

শুভাশিস ঘোস
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফোন : ০১৭৩৩৩৫৪৯৩৬

প্রনয়ন কমিটি আহবায়কের বক্তব্য

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদ ২য় পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। আমি উক্ত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ন কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করতে পেরে আনন্দিত ও গর্বিত। উপজেলা পরিষদের সম্পদ সসীম কিন্তু সেবা প্রদান অসীম। এই অসীম সেবা প্রদান সসীম সম্পদের মাধ্যমে পূরণ করতে হলে বার্ষিক পরিকল্পনার কোন বিকল্প নেই। একবিংশ শতাব্দীর দোর গোড়ায় দাড়িয়ে গণতন্ত্রের কথা যখন প্রত্যেকটি মানুষের মুখে মুখে, তখন সেবাকে মানুষের কাছে পৌছে দিতে হবে এটাই মূখ্য কাজ। সম্পদের সীমাবদ্ধতার দোহাই দিয়ে রেহাই পাওয়া যায়না। মানুষ চায় সেবা, পরিহার করতে চায় সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা । আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও উপজেলা পরিষদের কমিটি সমূহকে অধিকতর সক্রিয় করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে। উপজেলার আইন শৃখলার উন্নতিসাধনসহ, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার শিক্ষার মান উন্নয়ন, যোগাযোগ ও ভে. ত অবকাঠামোর উন্নয়ন সমাজসেবা, সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ওপর অধিক গুরত্বারোপের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাগণ জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে, এর প্রায়োগিক ভূমিকা নিশ্চিত করলেই উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সফল হবে। পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদের সম্মানিত জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানাই।
কমিটির আহবায়ক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে সকল সদস্যবৃন্দ আন্তরিক সহযোগীতা দিয়েছেন, তাদেও সকলের প্রতি রইল ক্রতজ্ঞতা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

আব্দুল হাই বাবলু
ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ,
কুমিল্লা সদর দক্ষিণ।

সূ চী প ত্র

প্রথম অধ্যয়ঃ উপজেলা পরিচিতি

ভূমিকা

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিচিতি

মানচিত্র

দ্বিতীয় অধ্যয়ঃ তথ্য সম্ভার

এক নজরে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার সাধারণ তথ্য

হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের তথ্য

অহস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের তথ্য

তৃতীয় অধ্যয়ঃ সম্পদ মানচিত্র

রাজস্ব ও উন্নয়ন আয় ব্যয়

উপজেলা পরিষদের রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি ও ব্যয়

হস্তান্তরিত বিভাগ সমুহের রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি ও ব্যয়

চতুর্থ অধ্যায়ঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা

হস্তান্তরিত বিভাগ সমুহের বিগত পাচ বছরের কার্যক্রম

উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

বিভাগ ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

পঞ্চম অধ্যায়ঃ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার ছক

স্থায়ী কমিটি ভিত্তিক বিভিন্ন বিভাগের বার্ষিক পরিকল্পনা

উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন তহবিল ব্যয়ের পরিকল্পনা

ষষ্ঠ অধ্যয়ঃ বাজেট ২০২০-২১

সপ্তম অধ্যয়ঃ মনিটরিং ও মূল্যায়ন

জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের পরিচিতি

আলোকচিত্র

প্রথম অধ্যায় : উপজেলা পরিচিতি

১.১ ভূমিকা ঃ

পরিকল্পনা বলতে বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মকান্ডের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টি করাকে বুঝায়। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করা হয়। কৌশলগতভাবে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উন্নয়ন পরিকল্পনায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে। অতীতের এ ধারাবাহিকতায় উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ ও ২০১১ সালে সংশোধিত) এ দেশের উপজেলা সমূহের জন্য একটি বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যেহেতু পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য করা হয়, সেহেতু কোন্ দায়িত্বগুলো কখন করা হবে তা নির্ধারন করার সুবিধার্থে এটা করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রণয়নের শুরুতেই নির্ধারিত দায় দায়িত্বের মধ্য হতে কোন সময়ের জন্য কোন কাজকে প্রাধান্য দেয়া হবে বা অগ্রাধিকার দেয়া হবে তা সুনির্দিষ্ট করে নিলে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় বা দেশ ভিত্তিক ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা এবং নিম্ন-উর্ধমূখী (bottom up approace) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি হচ্ছে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদকে একটি শক্তিশালী কার্যকর, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক (২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯) পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়ন ও অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য ২য় পঞ্চবার্ষিক (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) পরিকল্পনা বই তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রকোপ মহামারী হিসেবে আভির্ভূত হওয়ায় এই উপজেলা পরিষদের ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রনয়ন প্রায় এক বৎসর বিলম্বিত হওয়ায় ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত না ধওে ২০২০-২১ হতে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত বিবেচনায় এনে ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এই উপজেলার জন্য প্রনয়ন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। এ বিষয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে সাধারণ জনগনকে সম্পৃক্ত করে এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভাগীয় কমিটি সমূহের একাধিক সভার আয়োজন করা হয়। এ পরিকল্পনা বই তৈরির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্ধ সমন্বয়ের মাধ্যমে:

দারিদ্র বিমোচন, মানসম্মত শিড়্গা নিশ্চিত করা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কাদামুক্ত গ্রামীণ রাস্তা, আমার গ্রাম আমার শহর, মাদকমুক্ত সমাজ গঠন, বেকার যুবকদের প্রশিড়্গাণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা, বয়স্কদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা করা, সকলের জন্য নিরাপদ পানি এবং উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহের কার্যক্রম সম্প্রসারনের মাধ্যমে সমাজের সকল পর্যায়ে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের সড়্গামতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা, বিজ্ঞান ভিত্তিক মৎস, হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশুর খামার গড়ে তোলার মাধ্যমে আমিষের ঘাটতি পূরণ করা, ব্যাপক সামজিক বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি জোরদার করা, গৃহহীন ও ভুমিহীনদের আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা।

বর্তমান সরকারের রুপকল্প ২০২১ এবং টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা সমূহ বিষেশভাবে বিবেচনায় এনে স্থানীয় জণগনের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

১.২ পটভূমি

প্রাচীন বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য জনপদ ছিল সমতট । সমতটের বিস্তৃতি ছিল কুমিল্লা ও নোয়াখালীর অংশ বিশেষ নিয়ে । পুর্বের কুমিল্লা সদর দক্ষিন উপজেলাটি (বর্তমান লালমাই ও কুমিল্লা সদর দক্ষিণ) ছিল সমতট রাজ্যের সবচেয়ে উর্বর ও সমৃদ্ধ জনপদ । প্রায় দুইশত চুয়াল্লিশ বর্গকি:মি: আয়তনের এ এলাকায় একক প্রশাসনিক কর্তৃত্বের অভাবে এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচন ও বাস্তবায়ন সর্বদা আদর্শ সদর ও লাকসাম উপজেলার দ্বিমুখী প্রশাসনিক সংঘাতের আবর্তে এক জটিল পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল, বিশেষত: ১৯৮৪ সালে এদেশে উপজেলা পদ্ধতি প্রচলনের পর থেকে জেলা সদর সংলগ্ন গুরুত্বপুর্ন এ অঞ্চলটি এবং এর জনগন দ্বৈত প্রশাসনিক জটিলতার ঘুর্নিপাক থেকে রেহাই পেতে দাবি জানিয়ে আসছিল একটি স্বতন্ত্র উপজেলা গঠনের।

অবশেষে নিকারের ৯১ তম সভায় এ এলাকাকে একটি পৃথক উপজেলা হিসাবে ঘোষনা দেয়াহয় এবং ৪ এপ্রিল ২০০৫ সালের গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়।

কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের অংশবিশেষ ও ০৭ টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এ উপজেলার বুক চিরে চলে গেছে দেশের প্রধান যোগাযোগ অবকাঠামো ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, যার সাথে যুক্ত কুমিল্লা-চাঁদপুর জাতীয় মহাসড়ক।

পরবর্তীতে তারিখ- ২৫ ফাল্গুন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/ ০৯ মার্চ ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ নং- ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৬৭.২০১৪-৩২৬-০৯ জানুয়ারি ২০১৭/২৬ পৌষ ১৪২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) এর ১১৩ তম বঠৈকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন নিয়ে নবগঠিত লালমাই উপজেলার অর্ন্তভূক্ত হয় এবং গলিয়ারা ইউনিয়ন ভেঙ্গে গলিয়ারা উত্তর এবং গলিয়ারা দক্ষিণ নামে দুটি ইউনিয়নে বিভক্ত হয়। **ফলে বর্তমানে অত্র উপজেলাটি ০৭ টি ইউনিয়ন নিয়ে অবস্থান করছে।**

কুমিল্লা সদর দক্ষিন উপজেলার উত্তরে কুমিল্লা সিটিকর্পোরেশন ও আদর্শ সদর উপজেলা, দক্ষিণে নবগঠি লালমাই উপজেলা, চৌদ্দগ্রাম উপজেলা, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং পশ্চিমে আদার্শ সদর ও বরুড়া উপজেলা।

কুমিল্লা সদর দক্ষিন উপজেলাটি ২৩ ডিগ্রী ২৭ ইঞ্চি দ্রাঘিমাংশে এবং ৯১ ডিগ্রী ১০ ইঞ্চি অক্ষাংশে অবস্থিত।

১.৩ কুমিলস্না সদর দক্ষিণ উপজেলার মানচিত্র :

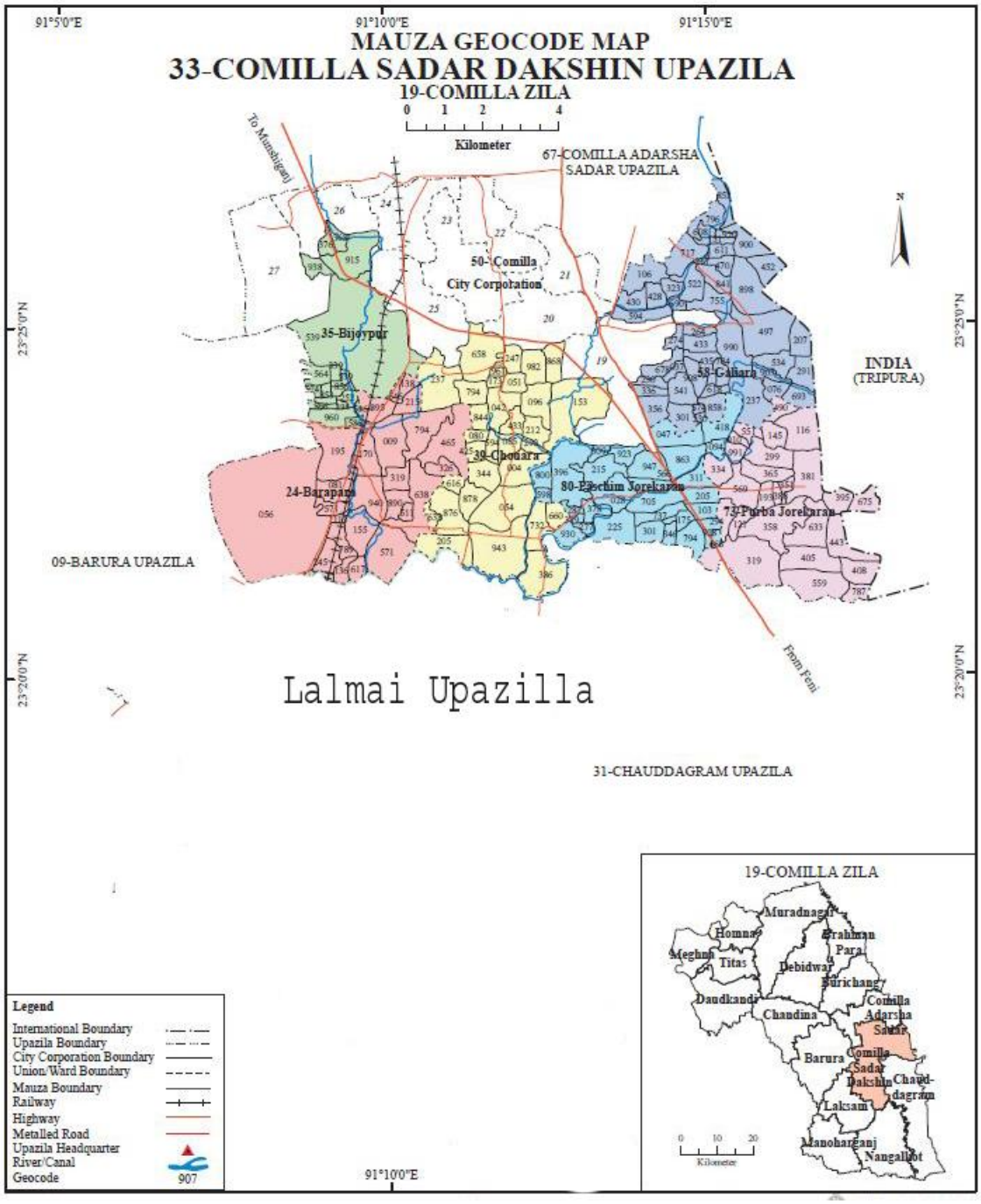

১.৪ পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য ঃ

যেহেতু বাংলাদেশ বর্তমানে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে তাই দেশের জনগনের জীবন-যাত্রারমান পূর্বের চেয়ে উন্নত হয়েছে। জীবনের মৌলিক সুযোগ সুবিধায় তাদের প্রবেশাধিকার ক্রমসম্প্রসারিত। তারই সাথে জনগনের সেবা প্রাপ্তির প্রত্যাশা ও চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিকল্পনা জনগনের ক্রমবর্ধমান চাহিদার নিরিখে প্রনয়ন করা হয়েছে।

উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক) জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছত, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি সাধন;

খ) আপামর জনগণের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতি গঠণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা;

গ) পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ, সেচ ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন, শস্য, প্রাণি সম্পদ, মৎস্য, অবকাঠামো ইত্যাদির উন্নীতকরণ;

ঘ) এস ডি জি ও আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইসতেহার বাস্তবায়ন।

১.৫ উপজেলা তথ্য ও পরিকল্পনা বই প্রণয়নের ধাপসমূহ ঃ

স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৪২ নং অনুচ্ছেদে জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিধান রয়েছে। সে লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এর ধারাবাহিকতায় ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) প্রনয়নের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রকোপ মহামারী হিসেবে আভির্ভূত হওয়ায় এই উপজেলার ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রনয়ন প্রায় এক বৎসর বিলম্বিত হওয়ায় ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত না ধরে ২০২০-২১ হতে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত বিবেচনায় এনে ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। সে লক্ষ্যে পরিষদের সকল সদস্য এবং কর্মকর্তাদের নিয়ে পর্যালোচনা সভা করা হয়, সভায় পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের তথ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের তথ্য ও পরিকল্পনা সংগ্রহ করা হয়। এরপর পরিকল্পনা ও বাজেট কমিটি উল্লেখিত পরিকল্পনা ও তথ্য নিয়ে পরপর কয়েকটি সভার মাধ্যমে একটি খসড়া পরিকল্পনা ও তথ্য বই প্রণয়ন করেন। অতঃপর উক্ত খসড়া পরিকল্পনা বইটি পরিষদের বিশেষ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং কিছু সংশোধনী সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা হয়। পরিকল্পনা ও তথ্য বইটি তৈরী করতে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নিম্নে উল্লেখিত ধাপ সমূহ অনুসরণ করা হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদ ২য় পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বই প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া

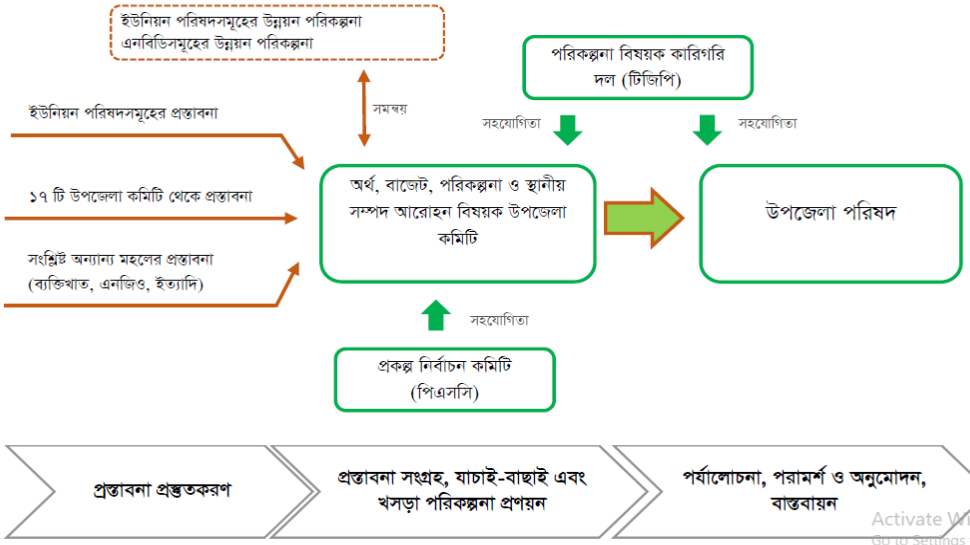

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

সংক্ষেপে পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপ সমূহঃ

ক) পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পরিষদের সভায় অনুমোদনক্রমে উপজেলা পরিষদের দক্ষ ও যোগ্য সরকারী কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে;

খ) পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটিতে সম্পদের উৎস্য এবং অর্থ প্রবাহ পর্যালোচনা হয়েছে। পরবর্তীতে এই কমিটি সংশ্লিষ্ট কমিটির পরামর্শ নিয়ে একটি সম্পদের চিত্র তৈরী করে পরিষদে খসড়া সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরীতে সহায়তা করেছে;

গ) উপজেলা পরিষদ কমিটিগুলোকে নিয়ে আরও সক্রিয় ও সরকারী জনবলকে দায়িত্বশীল করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সমূহকে সামনে রেখে খাত ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে;

ঘ) পরিকল্পনা কমিটি খসড়া পরিকল্পনাটি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করার জন্য উপজেলা পরিষদের সদস্য, সরকারী, বেসরকারী এনজিও ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদেও আলোচনা সভায় আহবান করা হয়। সভায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনে সর্বশেষ উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেন।

ঙ) কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ ও উপজেলা পরিষদ সমন্বিত ভাবে আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনাটি গ্রহন করেছে।

চ) এই উন্নয়ন পরিকল্পনাটি খসড়াভাবে প্রকাশ করে, সর্ব সাধারণের মতামতের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

ছ) পরবর্তীতে বাস্তবায়নের জন্য তা চুড়ান্তভাবে বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

১.৫ তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের সীমাবদ্ধতা :

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করতে গিয়ে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন-

ক) বিভিন্ন সেক্টরে হাল-নাগাদ তথ্যের ঘাটতি রয়েছে বিধায় সংশ্লিষ্ট সেক্টরে বর্তমান তথ্যের উপর ভিত্তি করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা বেশ দুরূহ।

খ) এ ধরণের পরিকল্পনা করতে গিয়ে নির্দিষ্ট রূপরেখার অভাবে সকলের মধ্যে সংশয় ও দ্বিধা পরিলক্ষিত হয়েছে।

গ) চাহিদার তুলনায় সম্পদের পরিমাণ ও সরকারী বরাদ্ধ কম থাকায় প্রকল্প বাছাইকরণে বেশ বেগ পেতে হয়েছে।

ঘ) পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন লোকের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এ কারণে পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করতে সময় বেশি ব্যয় হয়েছে।

ঙ) সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে এস ডি জি ও নির্বাচনী ইসতেহার বাস্তবায়ন কষ্টসাধ্য হয়ে উঠতে পারে।